দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের মহড়া: প্রতিকার কোন পথে

স্বপ্না রেজা

আমরা কি খুব অবাক হই? বোধহয় না। হয়ত উদ্বিগ্ন হই। আতঙ্কগ্রস্থ হই। বিচলিত হই। গানপান, পিস্তলের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি, চাপাতি আর হকি স্টিক-এর রক্তাক্ত আঘাত, দফায় দফায় ধাওয়া আর পাল্টা ধাওয়া তো শিক্ষাঙ্গনের প্রায় নিত্যদিনকার ঘটনা। এ আর নতুন কি? এ রকম লোমহর্ষক, দুর্ধর্ষ ঘটনা অহরহ ঘটছে, ঘটছে আর ঘটবে আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যাপিটগুলোতে এমন ধারণা পোষণ করাই যেন স্বাভাবিকতা। যেখানে ভর্তি হতে উন্নত ছাত্রদের বুদ্ধি লাগে। লাগে মেধা যাঁচাইয়ের ঘাম ঝরানো পরীক্ষায় ভাল একটা পাশ। শিক্ষার্থী সন্তানকে নিয়ে তাই অভিভাবকদের চলে লম্বা যুদ্ধ প্রস্তুতি। সন্তানের উচ্চ বিদ্যাপিটগুলোতে পড়ালেখার সুযোগ পাওয়া যেন অভিভাবকদের আগামী দিনের একটি বড় পাওয়া। ভবিষ্যতের একটি বড় পথ তৈরি করে নেয়া।

২ ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নৃশংস, কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছে তার সচিত্র সংবাদ প্রতিটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ঘটনাটি প্রচারে গুরুত্ব পাবার কারণ হতে পারে প্রথমতঃ শিক্ষাঙ্গনে আহত শতাধিক আহত ও বিশ্বদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র হামলা। সাথে আরও আছে হলে ঢুকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বেধড়ক লাঠিপেটা। অনাকাঙ্ক্ষিত 'ঘটনা' আখ্যায়িত করে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা। সংবাদগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিটি লাইন 'কপি-পেস্ট' করা হয়েছে। বোধহয় ভুল বলা হয়নি। কারণ হিসেবে বলা যায় ঘটনার ধরন, ধারণ, কৌশল আর কারণ ইত্যাদির, পুনরাবৃত্তিতা এত বেশি, অহরহ যে নতুন করে লেখার আর কিছুই থাকে না সাংবাদিকদের। শিক্ষাঙ্গনের একটা ফাইল ওপেন করে তথ্যগুলো সংরক্ষিত করে শুধুমাত্র সময় আর জায়গা উল্লেখ করলেই সংবাদ তৈরি হয়ে যায়।

বিশ্বদ্যালয় সিন্ডিকেট এর জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ক্যাম্পাসে শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা, এ আর নতুন কি? প্রাথমিক তদন্তে আভাস পাওয়া গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অপ্রীতিকর ঘটনায় কতিপয় শিক্ষক ছাত্রলীগ পোশাকধারী শিক্ষার্থীকে লেলিয়ে দিয়েছে, উসকিয়ে দিয়েছে, সেটাওবা নুতন কি? শিক্ষকতার বাইরে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে অবস্থান করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারই তো এখন অনেকের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন নজির তো ভুরি ভুরি। যে কোন সমস্যা দূর বা দাবী আদায়ে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ার জরুরিবোধ এখন সবখানেই। যা সর্বজনীন কল্যাণে নয়। শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশার আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যোগ, সততা নেই। বিষয়বুদ্ধিওয়ালা মানুষগুলো রাজনীতিক হওয়ায় এ সকল আচরণগত বা ব্যক্তিত্ব বৈকল্য দূর হবার নিরাময়ের সুযোগ নেই। যার দরুন শিক্ষাঙ্গন, হাসপাতাল ইত্যাদিতে গর্হিত আচরণের সূত্রপাত।

প্রশ্ন হল, আর কতদিন? কতদিন এমন সহিংস কার্যকলাপ ঘটবে, চলবে শিক্ষাঙ্গনে? উত্তরটাও সবার জানা এবং তা অতি সহজ। আমাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক চর্চা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং সর্বোপরি ধৃষ্টতা যতদিন থাকবে ততদিন এই অশুভ কর্মকাণ্ড ঘটবে। ঘটছে বলেই এত জোর দিয়ে বলা যায় ঘটবে। এমন বলার পেছনে সবচাইতে জোড়ালো যুক্তি হল যে, শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনে রাজনৈতিক নৃশংস ঘটনা ঘটার পর কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এ পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়নি।

একটি দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলবার জন্য, তার উন্নয়নকে ব্যাহত করার জন্য, জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেবার জন্য শিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষার অনুপযুক্ত, বৈরী, প্রতিকূল করে রাখাই হল হল একটি অন্যতম কৌশল, এমন প্রত্যক্ষ সত্য ও অনুধাবন হল এদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নির্বিচারে ১৯৭১ সালের পাকবাহিনীর আক্রমণ। একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রে শিক্ষাঙ্গনের এমন ভয়াবহ অস্ত্রের মহড়া কিসের ইঙ্গিত দেয়, বিষয়বুদ্ধিওয়ালা মানুষগুলো আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? যে দেশে একজন ছাত্র নিরাপদে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, সেই দেশের অভিভাবক, পলিসি মেকার কারা? আবার শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে, প্রসারে অনেক বিষয়বুদ্ধিওয়ালা তথা বিশেষজ্ঞদের পাঁয়তারা আছে। বিদেশ সফর আছে। গবেষণা আছে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আছে। কিন্তু যা নেই তা হল শিক্ষাকে জাতীয় স্বার্থে বেড়ে উঠতে ও সংরক্ষণে, ব্যক্তি স্বার্থহীনতার পরিচয়টুকু দেয়া। প্রচারমুখী আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা গ্রাস করছে আমাদের মূল্যবোধকে। মূল্যবোধ যেন এখন নেহায়তই পোশাক। প্রয়োজনে পরিধানযোগ্য।

শিক্ষাঙ্গন যখন অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তটস্থ, এদেশের বুদ্ধিওয়ালাদের দেখি না সোচ্চার হতে। দেখি না অনশন অবস্থান নিতে। কারণ বোধহয় ঘুরে-ফিরে ঐ এক, রাজনীতি। দলীয় রাজনীতি, সংস্কৃতির রাজনীতি, উন্নাসিকতার রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি উইপোকার মত আমাদের অস্তিত্ব বিনাশ করছে। প্রযুক্তির যুগে বড় বড় কথা বলা সহজ, চিত্ত, মানবতা, আর দায়বদ্ধতায় শ্রী ওতে বাড়ে না। চর্চা জরুরি। যে চর্চা কাজে।

সরকার প্রধানের কাছে আমার অনুরোধ, রাজনীতির ঊর্ধ্বে অন্তত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিন। সাথে অস্ত্রবাজদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে বিলম্ব করা উচিত হবে না মোটেও।

লেখক: উন্নয়নকর্মী